প্রঃ কিন্ত সে সকল হাদিসের কি হবে, যাতে এমন কিছু আয়াতের উল্লেখ আছে যা এখন আর কুরআনের অংশ নয়?

শিয়াগন কোন লেখক, বর্ননাকারী বা ব্যাখ্যা কারীকেই শতভাগ নির্ভূল মনে করেন না, তাই তারা কোন *হাদীস* গ্রন্থকেই সম্পূর্ন বৈধ বা শুদ্ধ মনে করেন না। তারা মনে করে, যে গ্রন্থটি ভুলভ্রন্তির উর্ধ্বে তা হচ্ছে কুরাআন। এ সকল হাদীসের অধিকাংশই দূর্বল বা অনুদিত বলে বিবেচিত যা কুরআনের আয়াত নয়।

- এটা লক্ষ্যনীয় যে, বহুসংখ্যক হাদীস *সহীহ্ আল-বুখারী* এবং *সহীহ্ মুসলিমে* বর্নিত হয়েছে, যেগুলো যুক্তি দেখায় যে, অনেক আয়াত বর্তমান কুরআনে অনুপস্থিত। [আল-বুখারী, *আল-সহীহ্*, খন্ড.৮, পৃ.২০৮; মুসলিম, *আল-সহীহ্*, খন্ড.৩, পৃ.১৩১৭]
- শুধু তাই নয়, এই সকল সুন্নী বর্ণনা আরো অভিযোগ করে যে কুরআনের দুটি সুরা কুরআনে অনুপস্থিত, তাদের একটি হল সুরা আলবারা'হ (সুরা ৯) দৈর্ঘ্যের অনুবরূপ!!! [মুসলিম, *আল-সহীহ্*, কিতাব আল-জাকাত, খন্ড.২, পৃ.৭২৬]
- কিছু সুন্নী হাদীস আরও দাবী করে যে সুরা আল আহযাব (সুরা ৩৩) সুরা বাকারা (সুরা ২) এর মতো দীর্ঘ ছিল!!! সুরা বাকারা কুরআনের সর্ববৃহৎ সুরা। সহীহ্ আল-বুখারী ও মুসলিম এর হাদীস গুলো কিছু অনুপস্থিত আয়াত এর বিস্তারিত বর্ননা করেছে। [আল-বুখারী, *আল-সহীহ্*, খন্ড.৮, পৃ.২০৮]

তবুও, ভাগ্যক্রমে শিয়ারা কখনও সুন্নী ভাই বোনদের কুরআন অসম্পূর্ন বিশ্বাসের ব্যাপারে অভিযোগ করে না। আমরা বলি যে হয় এ সুন্নী বর্ননাগুলো দূর্বল বা বানান।

উপসংহার

"এটা আমাদের বিশ্বাস যে, যেই কুরআন আল্লাহ তার নবী (সঃ) এর উপর নাযিল করেছেন তা এই দুই আবরণ (মলাঠ) এর মধ্যে যা আছে (তার মতই) সেটাই। এবং সেটাই এটা যা বর্তমানে মানুষের হাতে হাতে আছে, এবং তার চেয়ে বেশি কিছু নয়...**এবং যে দাবি করে যে আমরা বলি যে, ইহা (বর্তমান পাঠ) এর চেয়ে আয়তনে বড় সে একজন মিথ্যাবাদী**।"
[আস-সাদুক্ব, *কিতাবুল-ইতিক্বাদাত*, (তেহরান ১৩৭০হি.) পৃ.৬৩; ইংরেজী অনুবাদ, *দা শিয়াইত ক্রিড*, অনুবাদ. এ.এ.এ. ফাইজী (কলকাতা ১৯৪২) পৃ. ৮৫]

বিশুদ্ধ ইসলাম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য, দেখুনঃ

http: //al-islam.org/faq/

v1.0

নিশ্চয়ই আমরা অনুস্মারক (কুরআন) *নাযিল করেছি এবং নিশ্চয় আমরা তার সংরক্ষনকারী*
(কুরআনঃ সুরা ১৫, আয়াত ৯)

শিয়াগন কি ভিন্ন কুরআনে বিশ্বাসী ?

শিয়াদের বিরুদ্ধে আভিযোগ করা হয় যে, তারা কুরআনের ***তাহরীফে*** বিশ্বাসী অর্থাৎ বিশ্বাস করা কুরআনকে বিকৃত করা হয়েছে এবং ঐ কুরআন নয় যা নবী (সঃ) এর উপর নাযিল হয়।

এটা সত্য নয় !!!

১২ ইমামে বিশ্বাসী সকল বিশিষ্ট শিয়া আলেম, প্রথম থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বাস করে আসছেন যে কুরআন পরিপূর্নভাবে সংরক্ষিত আছে। কতিপয় প্রথম যুগের প্রখ্যাত শিয়া আলেম যারা এই বিশ্বাস স্পষ্ট করে তাদের গ্রন্থে বর্ণণা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন:

- শেইখ আল-সাদুক (মৃ. ৩৮১ হি.), *কিতাবুল-ইতিক্বাদাত*, (তেহরান, ১৩৭০) পৃ. ৬৩.
- শেইখ আল-মুফিদ (মৃ. ৪১৩ হি.), *আউয়ায়লুল-মাক্বালাত*, পৃ. ৫৫-৬.
- শারিফ আল-মুরতাদা (মৃ. ৪৩৬ হি.), *বাহ্‌রুল-ফাওয়াইদ*, (তেহরান, ১৩১৪) পৃ. ৬৯.
- শেইখ আত-তুসী (মৃ:৪৬০ হি.), *তাফসীর আত-তিবইয়ান*, (নাযাফ, ১৩৭৬) খন্ড. ১, পৃ. ৩.
- শেইখ আত-তাবরাসী (মৃ. ৫৪৮ হি.), *মাজমাউল-বায়ান*, (লেবানন), খন্ড. ১, পৃ. ১৫.

পরর্বতী কালের কতিপয় আলেম যারা একই দৃষ্টি ভঙ্গির ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে রয়েছে:

- মুহাম্মাদ মুহ্‌সীন আল-ফায়েদ আল-কাশানী (মৃ. ১০১৯ হি.), *আল-ওয়াফী*, খন্ড. ১, পৃ. ২৭৩-৪, এবং *আল-আসফা ফী তাফসীর আল-কুরআন*, পৃ. ৩৪৮.
- মুহাম্মাদ বাক্কির আল-মাজলিসী (মৃ. ১১১১ হি.), *বিহার আল-আনওয়ার*, খন্ড. ৮৯, পৃ. ৭৫.

এই বিশ্বাসই চলে আসছে নিরবচ্ছিন্নভাবে তখন থেকে বর্তমান পর্যন্ত। বর্তমান শতাব্দীর শিয়া আলেম যারা এই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন যে কুরআন সম্পুর্নরূপে সংরক্ষিত এবং অপরিবর্তনীয়, তাদের মধ্যে কিছু প্রখ্যাত নাম যেমন, সৈয়দ মুহসীন আল-আমিন আল-আমিলি (মৃ. ১৩৭১ হি.); সৈয়দ শারাফ আল-দ্বীন আল-মুসাওয়ী (মৃ. ১৩৭৭ হি.); শেইখ মুহাম্মাদ হুসাইন কাশিফ আল-ঘিতা (মৃ. ১৩৭৩ হি.); সৈয়দ মুহসীন আল-হাকিম (মৃ. ১৩৯০ হি.); আল্‌লামাহ্‌ আল-তাবাতাবাই (মৃ. ১৪০২ হি.); সৈয়দ রুহুল্‌লাহ্‌ আল-খুমায়নী (মৃ. ১৪০৯ হি.); সৈয়দ আবু আল-কাসিম আল-খুয়ী (মৃ. ১৪১৩ হি.) এবং সৈয়দ মুহাম্মাদ রিদা আল-গুলপায়গানী (মৃ. ১৪১৪ হি.)।

এটি অবশ্যই একটি সম্পূর্ন তালিকা নয়।

প্রশ্ন: কিন্ত এই আলেমদের *পূর্বের* শিয়াদের সর্ম্পকে কি বলা যায়, তারা কি *তাহরীফে* বিশ্বাস করতেন না?

মোটেই না! **'উবাইদুলাহ বিন মুসা আল-আবসী'র** (১২০-২১৩ হি.) দৃষ্টান্ত বিবেচনা করুন, একজন একনিষ্ঠ শিয়া আলেম যিনি ইমামদের কাছ থেকে পাওয়া হাদীস এর ব্যাখ্যা করেন এবং যার বর্ননা *আল-তাহ্‌দীব* এবং *আল-ইসতীবসার* এর মত বিখ্যাত শিয়া হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায়। তার সর্ম্পকে কতিপয় সুন্নী আলেম কি বলেন তা দেখা যাক :

- "....একজন ধার্মিক ব্যক্তি, গুরুত্বপূর্ন শিয়া বিশেষজ্ঞদের অন্যতম....ইয়াহিয়া বিন মাইন তাকে নির্ভর যোগ্য বলেছেন, আবু হাতিম বলেছেন তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য....আল-ইজলী বলেছেন কুরআনের উপর তার অসাধারন এক্তিয়ার ছিল..."
  [আল-দ্বাহাবী, *তাজকীরাত আল-হুফ্‌ফাজ* (হায়দারাবাদ ১৩৩৩ হি.), খন্ড. ১, পৃ. ৩২২]
- ".....তিনি ফিক্বহ্‌, হাদীস এবং কুরআনের একজন ইমাম ছিলেন, অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ এবং ন্যয়পরায়ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন তিনি ছিলেন শিয়াদের অন্যতম প্রধান।"
  [ইবনে আল-ইমাদ আল-হাম্বলী, *শাদারাত আল-দাহাব* (কায়রো ১৩৫০ হি.), খন্ড. ২, পৃ. ২৯]

এ সমস্ত সুন্নী আলেমদের কেউই কুরআনের উপর তার অগাধ জ্ঞানের জন্য তার প্রশাংসা করতেন না যদি তারা মনে করতেন তিনি ভিন্ন কুরআনে বিশ্বাসী!!!

এবং উবাইদুলাহ এতো বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন যে, শিয়া হওয়া সত্ত্বেও, বিখ্যাত সুন্নী হাদীসবীদ আল-বুখারী এবং মুসলিম এমনকি আরও অনেকে তাঁদের গ্রন্থে তার নিকট হতে বহু হাদীস সংগ্রহ করেছে!
[*দা ক্রিড অফ দা ইমাম অফ হাদীস আল-বুখারী* (সালাফী প্রকাশনী, যুক্তরাজ্য, ১৯৯৭), পৃ. ৮৭-৮৯]

প্রশ্ন: শিয়ারা কি *মুশাফ ফাতিমা*-তে বিশ্বাস করে না যা কুরআনের চেয়ে তিনগুন বড়?

কুরআন একটি *মুশাফ* (গ্রন্থ), কিন্তু সব গ্রন্থ অবশ্যই কুরআন নয়! ফাতিমার কোন কুরআন নেই! *মুসাফ ফাতিমা* একটি বই যা নবী (সঃ) এর ইন্তেকালের পর ফাতিমা (আঃ) দ্বারা লিখিত বা লিখায়িত । এটা কুরআনের অংশ নয় এবং আলাহর আদেশ বা বিধি বিধান এর সাথে এই বই এর **কোন সর্ম্পক নেই**।

প্রশ্ন: কিন্ত শিয়াদের সংগ্রহে কি এমন কোন হাদীস নেই যা কুরআনের আয়াতের উল্লেখ করে কিছু অতিরিক্ত শব্দাবলীর সাথে যা বর্তমানে কুরআনে নেই?

কিছু উদাহরন আছে যেখানে অতিরিক্ত শব্দবলী সন্নিবেশিত হয়েছে ব্যাখ্যা হিসেবে, যা এটা প্রকাশ করে না যে মুল কুরআনের আয়াত বিকৃত করা হয়েছে। শিয়া এবং সুন্নী উভয় উৎসেই এমন ঘটেছে। নিম্নে দুটি উদাহরন বিবেচনা করা যাক, উভয়ই কুরআনের ব্যাখ্যার বিখ্যাত সুন্নী উৎস থেকে সংগৃহীত:

- "উবাই বিন কাব পড়তেন '..... অতঃপর যাদেরকে তোমারা **নির্ধারিত সময় পর্যন্ত** ভোগ করবে তাদেরকে তোমরা তাদের নির্ধারিত হক দিয়ে দাও... ' (কুরআন সুরা ৪, আয়াত ২৪) এবং ইবনে আব্বাস ও অনুরূপ পড়তেন।"
  [ফাখ্‌র আল-দিন আল-রাজী, *মাফাত আল-গায়ব* (বাইরুত ১৯৮১), খন্ড. ৯ পৃ. ৫৩]
  [ইবনে কাসির, *তাফসীর আল-কুরআন আল-আজীম* (বইরুত ১৯৮৭), খন্ড. ২ পৃ. ২৪৪]

ইবনে কাছীর এর তাফসীর-এ এক পাদটীকায় বলা হয়েছে যে উপরোক্ত অতিরিক্ত শব্দগুলো, যা কুরআনের অংশ নয়, তা নবী (স:) এর সাহাবীদ্বয় ***তাফসীর* এবং ব্যাখ্যা হিসেবে পড়তেন**।

- "ইবনে মাসুদ বলেছেন: নবী (সঃ) এর সময়ে আমরা পাঠ করতাম, 'হে আমাদের রাসুল (মুহাম্মাদ) আপনি বলেদিন যা আলাহর তরফ থেকে আপনার উপর অবতীর্ন হয়েছে **যে, আলী ঈমানদার দের প্রভু,** যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি তার বার্তাকে সঠিকভাবে পৌছে দেননি।' (কুরআন সুরা ৫ আয়ত ৬৭) "
  [জালাল আল-দিন আল-সুয়ুতি, *দুরর আল-মানসুর*, খন্ড. ২ পৃ. ২৯৮]

ঠিক এক্ষেত্রেও উপরোক্ত বাঁকা অক্ষরে লেখা অংশটি অবশ্যই কুরআনের অংশ নয়, তবে সাহাবী ইবনে মাসুদ উক্ত আয়াতের নাযিল হওয়ার কারন ব্যাখ্যা করতে এই অংশটুকু জুড়ে পড়তেন।